যুগান্তর

তারিখ ...... 3 APR 2017
পৃষ্ঠা ৩ ..৬.. কলাম ...২... ......

ছাত্র ইউনিয়নের ৩৮তম সম্মেলনের উদ্বোধন

ছাত্র জনতার ঐক্য গড়ে শিক্ষা-সংস্কৃতি রক্ষার ডাক

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

'৬২-এর শিক্ষা আন্দোলনের অনুপ্রেরণায় ছাত্র-জনতার ঐক্য গড়ে শিক্ষা-সংস্কৃতি রক্ষার আহ্বান জানিয়ে শুরু হল ছাত্র ইউনিয়নের ৩৮তম জাতীয় সম্মেলন। রোববার দুপুর ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। উদ্বোধকের বক্তব্যে তিনি বলেন, মধ্যরাতে একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস পালন পুঁজিবাদীদের উদযাপন। এই যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন করি, সে উদযাপন আমরা এক সময় করতাম সকাল বেলা প্রত্যুষে। এটি হচ্ছে আমাদের প্রথা। আমাদের পহেলা বৈশাখ, সেটি সকালে শুরু হয়। পাখির গানের সঙ্গে, প্রকৃতির জেগে ওঠার সঙ্গে সেটা শুরু করি আমরা। কিন্তু ১২টা ১ মিনিটে মধ্যরাতে যে উদযাপন সেটি পুঁজিবাদীরা করে।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আরও বলেন, ১৯৭০ সালে প্রথম যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র হয়েছে এবং নির্বাচন সামনে আসছে, তখন একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন মধ্যরাতে চলে গেল। ১২টা ১ মিনিটে মধ্যরাতের যে উদযাপন সেটি পুঁজিবাদীরা করে। তাদের থার্টিফার্স্ট নাইট মধ্যরাতে অন্ধকারে আতশবাজি এবং বোমাবাজির মাধ্যমে শুরু হয়। এই যে আমরা (একুশে ফেব্রুয়ারি) সকালকে মধ্যরাতে নিয়ে গেলাম, এর তাৎপর্য কী? সেটি আমার কাছে একটা প্রশ্ন। এই শিক্ষাবিদ প্রশ্ন রেখে বলেন, এর তাৎপর্য কি এই যে, আমাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা পুঁজিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে? তিনি ফেব্রুয়ারি মাসে 'ভ্যালেন্টাইনস ডে' পালন সম্পর্কে বলেন, যে ফেব্রুয়ারি মাস এলে ভ্যালেন্টাইনস ডে আসে, এটি একুশে ফেব্রুয়ারিকে ম্লান করে দিতে চায়। এটি কি পুঁজিবাদের আক্রমণ? আমাদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষার ওপর একটি প্রতীক হিসেবে ধরা দেয় কিনা। তিনি বলেন, আমরা যদি নিজেদের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব আমরা স্বাধীন হয়েছি বটে কিন্তু আমরা মুক্ত হতে পারিনি। আমরা যে উন্নতি করেছি সেটি পাহাড়ের মতো, দৈত্যের মতো পুঁজিবাদী উন্নয়ন।

তিনি বলেন, আজ যেসব জঙ্গি নিজেদেরকে আদর্শবাদী বলে মনে করছে, আসলে তারা ভ্রান্ত আদর্শের জন্য লড়ছে, প্রাণ দিচ্ছে। তারা পুঁজিবাদের জন্য লড়ছে। তারা মনে করে, ইহকালে তারা মারা গেলে পরকালে বেহেশতে চলে যাবে। এসব কাজের মধ্য দিয়ে পরকালের জন্য পুঁজির সঞ্চার করছে। এটাও একটা পুঁজিবাদী চিন্তা।

ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি লাকী আক্তারের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক জিলানী শুভর পরিচালনায় উদ্বোধনী সমাবেশে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট গোলাম আরিফ টিপু, অধ্যাপক এমএম আকাশ, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা বজলুর রশিদ ফিরোজ, ছাত্রমৈত্রীর সাবেক সভাপতি ও রাকসুর সাবেক ভিপি রাগীব আহসান মুন্না, ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি রুহিন হোসেন প্রিন্স, সাজ্জাদ জহির চন্দন, হাসান হাফিজুর রহমান সোহেল, হাসান তারিক চৌধুরী সোহেল, লুনা নূর, বাকী বিল্লাহ, খান আসাদুজ্জামান মাসুম, মানবেন্দ্র দেব, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট একাংশের সভাপতি ইমরান হাবিব রুম্মন, অপরাংশের সভাপতি নাঈমা খালেদা মনিকা, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি সৈকত মল্লিকসহ বিভিন্ন প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতারা।

সমাবেশ শেষে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের হয়। র‌্যালিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনের সামনে দিয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে টিএসসিতে গিয়ে শেষ হয়। রোববার বিকালে টিএসসির রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক ইউনিয়নসহ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা নিয়ে এতে অংশগ্রহণ করে সারা দেশ থেকে আগত সাংস্কৃতিক ইউনিয়নের শিল্পীরা। এছাড়াও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা নিয়ে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন ব্যান্ড। আজ সোমবার বেলা ১১টায় টিএসসি অডিটোরিয়ামে শ্রীলংকা-নেপাল-ভারতসহ বিভিন্ন দেশ হতে আগত ছাত্র নেতাদের নিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন, যুব ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে 'নব উদারবাদে আগ্রাসনে শিক্ষা সংস্কৃতি' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। ৪ ও ৫ এপ্রিল কাউন্সিল অধিবেশনের মধ্য দিয়ে ৩৮তম সম্মেলনের পর্দা নামবে। এছাড়া সম্মেলনে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন নেপাল হতে আগত এএনএফএসইউ'র সাধারণ সম্পাদক সুনীতা বড়াল, শ্রীলংকা হতে আগত সোস্যালিস্ট ইয়ুথ ইউনিয়নের অভয়ারণ্য আচার্য্য, উফডি এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সাবেক সহ-সভাপতি গিরীশ আনন্দ পান্ডে। তারা ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলনে নিজেদের দেশ ও আন্তর্জাতিক ছাত্র সমাজের পক্ষে অভিনন্দন জানান এবং ঐক্যবদ্ধভাবে আন্তর্জাতিক ছাত্র সমাজকে সঙ্গে নিয়ে ফ্যাসিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করার দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।